71267 - উট, গরু ও ছাগল-ভড়োর যাকাতরে নসোব

প্রশ্ন

গবাদপিশুর যাকাতরে নসোব কত?

প্রয়ি উত্তর

আলহামদু লল্লিাহ।.

গবাদপিশু হলো উট, গরু ও ছাগল-ভড়ো। এছাড়া অন্য কোনো পশুতে যাকাত ফরয হয় না। কবেল অন্যসব পশু দয়িে ব্যবসা করা হলে তখন যাকাত ফরয হয়।

১- উটরে নসোব: আলমেদরে ঐকমত্যে পাঁচটি উট। পাঁচ উটে একটা ছাগল বা ভড়ো যাকাত দতিে হবে। এরপর দশটি উটে দুটি ছাগল বা ভড়ো। পনরেটি উটে তনিটি ছাগল বা ভড়ো। বশিটি উটে চারটি ছাগল বা ভড়ো। পঁচশিটি উটে একটি এক বছর বয়সী উষ্ট্রী। ... এভাবে হাদীসে বর্ণতি নসোব যমেনটা সামনে আসবে।

সুতরাং কারো যদি চারটি বা তার চয়েে কম উট থাকে তাহলে তার উপর যাকাত ফরয নয়। তবে সে চাইলে দতিে পারে।

এর দলীল বুখারীতে (১৪৫৪) বর্ণতি হাদীস, আনাস রাদয়িাল্লাহু আনহু বর্ণনা করনে, আবু বকর রাদয়িাল্লাহু আনহু যখন তাকে বাহরাইনে প্ররেণ করছেলিনে তখন তনিি তাকে এই পত্রটি লখিছেলিনে: "বসিমল্লিাহরি রাহমানরি রাহীম (পরম দয়ালু করুণাময় আল্লাহর নামে)। এটাই যাকাতরে নসিাব যা আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুসলমিদরে জন্য নর্িধারণ করছেনে এবং যা আল্লাহ তা'আলা তাঁর রাসূলকে নর্িদশে দয়িছেনে। মুসলমিদরে মধ্যে যার নকিট হতে এ নয়িম অনুযায়ী যাকাত চাওয়া হবে সে যনে তা আদায় করে। আর এ নয়িমরে চয়েে বশেি চাওয়া হলে সে যনে তা না দয়ে: চব্বশিটি বা তার চয়েে কম সংখ্যক উটরে যাকাত প্রতি পাঁচটি উটরে বপিরীতে একটি ভাড়ে বা ছাগল দয়িে আদায় করতে হবে। যদি উটরে সংখ্যা পঁচশিে পৌঁছে তখন পঁয়ত্রশিটি পর্যন্ত উটরে যাকাত একটি মাদী 'বনিতে মাখায' (যে উট দ্বতিীয় বছরে পদার্পণ করছে)। উটরে সংখ্যা ছত্রশিে পৌঁছলে পঁয়তাল্লশি পর্যন্ত একটি মাদী 'বন্িতে লাবূন' (যে উট তৃতীয় বছরে পদার্পণ করছে)। উটরে সংখ্যা ছচেল্লশিে পৌঁছলে ষাট পর্যন্ত সঙ্গমযোগ্য একটি 'হক্িকা' (যে মাদী উট চতুর্থ বছরে পদার্পণ করছে)। উটরে সংখ্যা একষট্টতিে পৌঁছলে পঁচাত্তর পর্যন্ত একটি 'জাযা'আ' (যে উটনী পঞ্চম বছরে পদার্পণ করছে)। উটরে সংখ্যা ছয়াত্তরে পৌঁছলে নব্বই পর্যন্ত দুইটি 'বনিতে লাবূন'। উটরে সংখ্যা একানব্বইতে পৌঁছলে একশ বশি পর্যন্ত সঙ্গমযোগ্য দুটি 'হক্িকা'। উটরে সংখ্যা একশ বশিরে অধকি হলে (অতরিক্িত) প্রতি চল্লশিটরি জন্য একটি করে 'বনিতে লাবূন' এবং

(অতরিক্ত) প্রতি পঞ্চাশটরি জন্য একটি করে ‘হক্কিা’। আর যার কাছে চারটরি বশেি উট নইে সগেুলোর উপর কোন যাকাত ফরয হবে না। তবে মালকি স্বচ্ছোয় কছিু দতিে চাইলে দতিে পারবে। কন্তিু উটরে সংখ্যা যখন পাঁচটতিে পৌঁছবে তখন একটি ভড়ো বা ছাগল ওয়াজবি হবে।...”

বনিতে মাখায এমন উষ্ট্রী যার বয়স এক বছর পূর্ণ হয়ছে।

বনিতে লাবূন এমন উষ্ট্রী যার বয়স দুই বছর পূর্ণ হয়ছে।

হক্কিা এমন উষ্ট্রী যার বয়স তনি বছর পূর্ণ হয়ছে।

জাযা‘আ এমন উষ্ট্রী যার বয়স চার বছর পূর্ণ হয়ছে।

২- গরুর যাকাতরে নসোব: অধকিাংশ আলমেরে মতে ত্রশিটি। যহেতেু নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলছেনে: “প্রতি ত্রশিটি গরুতে একটি তাবী‘ অথবা তাবী‘য়া এবং প্রতি চল্লশিটি গরুতে একটি মুসন্নিাহ।”[তরিমযিী: ৬২২, ইবনে মাজাহ: ১৮০৪; আলবানী সহীহ তরিমযিীতে হাদীসটকিে সহীহ বলছেনে।]

তাবী‘ হলো: এমন গরুর বাছুর যে এক বছর পূর্ণ করে দ্বতিীয় বছরে প্রবশে করছে। এমন গরুর বাছুরকে তাবী‘ (পশ্চাৎগামী) বলা হয় যহেতেু সে তার মাকে অনুসরণ করে চলে। (আর স্ত্রী-লঙ্গিরে ক্ষত্রেে তাবীয়া’ বলা হয়)।

মুসন্নিাহ হলো: এমন গাভী যার দুই বছর পূর্ণ হয়ছে। এমন গরুর অন্য নাম সানয়িযাহ।

৩- ছাগল-ভড়োর যাকাত: আলমেদরে ইজমার ভত্তিতিে চল্লশিটি। প্রতি চল্লশিটতিে একটি। কারণ আনাস রাদয়িাল্লাহু থকেে বর্ণতি যে হাদীসটা পূর্বে উল্লখে করা হয়ছে, তাতে আছে: “ছাগলরে যাকাত সম্পর্কে: চারণভূমতিে চরে এমন ছাগল-ভড়োর ক্ষত্রেে চল্লশিটি হতে একশ বশিটি পর্যন্ত একটি ছাগল বা ভড়ো। এর বশেি হলে দুইশটি পর্যন্ত দুটি ছাগল বা ভড়ো। দুইশর অধকি হলে তনিশ পর্যন্ত তনিটি ছাগল বা ভড়ো। তনিশর বশেি হলে প্রতি একশ-তে একটি করে ছাগল বা ভড়ো। কারো মালকিানায় চারণভূমতিে চরে এমন ছাগলরে সংখ্যা চল্লশি হতে একটওি কম হলে তার উপর যাকাত নইে। তবে স্বচ্ছোয় দান করলে তা করতে পারে।”

গবাদপিশুর যাকাত আবশ্যক হওয়ার জন্য অধকিাংশ ফকীহ শর্ত দয়িছেনে যে পশু অবশ্যই ‘সায়মো’ হওয়া। সায়মো হলো যে পশু বছররে অধকিাংশ সময় বধৈ (সাধারণ) চারণভূমি থকেে খাদ্য আহরণ করে। আর যে পশুকে মালকি নজি খরচে খাওয়ায় সটোর উপর যাকাত নইে। তবে সইে পশু ব্যবসার জন্য হলে তখন যাকাত আবশ্যক হবে। চারণভূমি থকেে খাদ্য আহরণ করা শর্ত হওয়ার দলীল হলো নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামরে বাণী, “ছাগলরে যাকাতরে ক্ষত্রেে চারণভূমতিে চরে এমন ছাগলরে উপর ...”[দখেুন, আল-মুগনী (২/২৩০-২৪৩)]

‘ফাতাওয়া আল-লাজনাহ আদ-দাইমাহ’ (৯/২০২)-তে আছে:

“আলমেগণ এই মর্মে ইজমা করছেনে যে, সায়মো (চারণভূমতিে চরে খায় এমন) উট, গরু ও ছাগল-ভড়োর ওপর যাকাত ফরয হবে; যদি সগেুলোর সংখ্যা নসোব পরমিাণে পৌঁছে। আর নসোবরে সূচনা উটরে ক্ষত্রেে পাঁচটি থকেে। গরুর ক্ষত্রেে ত্রশিটি থকেে। আর ছাগল-ভড়োর ক্ষত্রেে চল্লশিটি থকেে। সায়মো হলো ঘাস বা এ জাতীয় কছিু চরে খায় এমন পশু। এর বপিরীতে রয়ছেে যে সব পশুকে মালকি খাদ্য দয়ে বা যগেুলোকে মালকি বভিন্নি কাজে ব্যবহার কর।ে

যে সব পশুকে মালকি খাদ্য দয়ে এবং যগেুলোকে কাজে খাটায় সগেুলোর উপর যাকাত ফরয কনিা এ ব্যাপারে আলমেদরে মতভদে রয়ছেে। অধকিাংশ আলমেরে মতে যাকাত ফরয নয়। দললি হলো আহমাদ, নাসাঈ ও আবু দাউদ কর্তৃক বাহয ইবনে হাকীমরে হাদসি। যে হাদসিটি তনিি তার বাবা থকেে এবং তনিি তার দাদা থকেে বর্ণনা করনে যে, আমি আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনছেি: “সায়মো উটরে ক্ষত্রেে প্রতি চল্লশিটি উটে একটি বনিতে লাবুন দতিে হবে ... ” আল-হাদীস। উটরে উপর যাকাত ফরয হওয়ার ক্ষত্রেে তনিি চারণভূমতিে চরে খাওয়াকে শর্ত করছেনে। সুতরাং যে উটকে মালকি নজিে খাদ্য দয়ে সটোর উপর যাকাত ফরয হবে না। আর কাজে ব্যবহৃত পশুতে যাকাত ফরয না হওয়ার দলীল আলী রাদয়িাল্লাহু আনহুর হাদীস: “কাজে ব্যবহৃত পশুতে কোনো সদাকা (যাকাত) নইে।”

তবে ইমাম মালকে ও একদল আলমেরে মতে যে পশুকে মালকি নজিে খাদ্য দয়ে এবং যে পশুকে কাজে খাটানো হয় সগেুলোর উপরও ফরয হয়। ... ”[সমাপ্ত]

আল্লাহই সর্বজ্ঞ।